



59899 - অ্যালকোহলযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন

আমি ভিয়েনার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী। ফার্মসেী অনুসদে পড়তে গিয়ে আমি আবধিকার করছেী যে অধিকাংশ উৎপাদতি খাদ্যদ্রব্যে সামান্য পরমিণ অ্যালকোহল যুক্ত করা হয়। একাধকি উপাদানরে মশ্রিণ ঘটানো, উৎপাদতি পণ্য সংরক্ষণ করা অথবা সটেকি আরো ঘন করার জন্য এমনটিকরা হয়। এই উপাদানগুলো হলো: GLYCEROL, SORBIT, XYLIT, MALTIT, VANILIN, TRIACETIN, AGAR AGAR, PETKIN। অন্য একটি প্রশ্ন হলো: ক্রীম, পারফডিম কথিবা সাধারণভাবে প্রসাধনী সামগ্রীতে অ্যালকোহল ব্যবহার করার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

অ্যালকোহল অন্যতম নশো সৃষ্টিকারী দ্রব্য। সকল নশো সৃষ্টিকারী দ্রব্যই মদ। মদ হারাম। এখানে অ্যালকোহলরে সাথে দুটি বিষয় সম্পৃক্ত:

এক: এটি কি অপবতির; নাকি অপবতির নয়?

দুই: খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ-পথ্যরে সাথে এর মশ্রিণ ঘটালে এর কি কোনো প্রভাব আছে?

প্রথম বিষয়টি হলো: অধিকাংশ আলমে মনে করনে মদরে অপবতিরতা বস্তুগত। কনিতু সঠিকি মত হলো এটি বস্তুগতভাবে অপবতির নয়। বরং এর অপবতিরতা অবস্তুগত বা ভাবগত।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: যদি অ্যালকোহল ঔষধ ও খাবাররে সাথে মশোনো হয় তাহলে হয়তো এর প্রভাব সুস্পষ্ট হবে কথিবা সুস্পষ্ট হবে না। যদি প্রভাব সুস্পষ্ট হয়, তাহলে মশোনো হারাম। এমন খাদ্য বা ঔষধ খাওয়া বা পান করা হারাম হবে।

আর যদি ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধে অ্যালকোহলরে কোনো প্রভাব না থাকে, তাহলে খাওয়া কথিবা পান করা জায়যে হবে। সরাসরি অ্যালকোহল গ্রহণ করা, আর অন্য কছির সাথে মশ্রিণরে মাধ্যমে ব্যবহার করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। শুধু অ্যালকোহল গ্রহণ করা নাজায়যে; এমনকি যদি পরমিণে কমও হয়। আর যদি অন্য কছির সাথে মশোনো হয় তাহলে

উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এর হুকুম।

উপরোক্ত বিবরণ সম্বলিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালহে আল-উছাইমীনের ফতোয়া নমিনরূপ:

শাইখ রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘এটি সুবদিতি যে, অ্যালকোহল নশো সৃষ্টিকারী উপাদান। সুতরাং এটি মদ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: "প্রত্যকে নশোকর দ্রব্য হারাম"। অন্য বর্ণনায় আছে: "প্রত্যকে নশোকর দ্রব্য মদ"। সুতরাং অ্যালকোহল যদি কোনো কছির সাথে মিশে নষ্ট হয়ে না যায় তাহলে এটি হারাম হয়ে যাবে। কারণ এই মিশ্রণ এতে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু যদি অ্যালকোহল এতে মিশে যায় এবং কোনো ধরনের চহিন প্রকাশ না পায়, তাহলে হারাম হবে না। কারণ আলমেরা এ ব্যাপারে একমত যে, পানিতে যদি নাপাক মিশ্রিত হয় তাতে পরিবর্তন না ঘটায় তাহলে পানি পবিত্র থাকে। অ্যালকোহল ও মিশ্রিত বস্তুর আনুপাতিক হার বড় হতে পারে; আবার ছোট হতে পারে। অর্থাৎ অ্যালকোহল শক্তিশালী হতে পারে, ফলে অল্প পরিমাণও মিশ্রিত বস্তুর উপর প্রভাবশালী হবে। আবার অ্যালকোহল দুর্বল হতে পারে। ফলে বেশি পরিমাণও প্রভাব সৃষ্টি না করতে পারে। বিষয়টি নির্ভর করবে প্রভাবের উপর।

এখানে দুটি মাসালা রয়েছে:

এক: মদ কি বস্তুগত নাপাক? অর্থাৎ এর থেকে পবিত্র থাকা, কাপড়ে লাগলে সটে ধৌত করা, গায়ে লাগলে ধুয়ে ফেলা এবং পাত্রে লাগলে সটে ধুয়ে ফেলা ওয়াজবি; নাকি ওয়াজবি নয়? অধিকাংশ মাযহাবের আলমেগণ মনে করেন যে মদ বস্তুগতভাবে নাপাক। শরীর, জামা-কাপড়, পাত্র, বহির্না কথিবা অন্য যে কোনো কছিতে লাগলে সটে ধুয়ে ফেলা ওয়াজবি। যমেনভাবে পশোব ও পায়খানা কথোও লাগলে সটে ধুয়ে ফেলা ওয়াজবি। এক্ষেত্রে তারা আল্লাহর এই বাণী দিয়ে দলীল পশে করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এগুলো رِجْس (নাপাক), শয়তানী কাজ।”

আয়াতে رِجْس মানে যে নাপাক এর সপক্ষে প্রমাণ হলো আল্লাহর নমিনোক্ত বাণী:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“বলো: আমার কাছে যে বহিন পাঠানো হয়েছে তাতে হারাম বলে কছি পাই না এগুলো ছাড়া: মৃত প্রাণী বা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস; যা رِجْس (তথা নাপাক)।”

এছাড়া তারা আবু সা'লাবা আল-খুশানীর হাদীস দিয়ে দলীল পশে করে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের পাত্রে খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: “তোমরা এতে খেয়ে না। তবে তোমরা যদি এছাড়া অন্য

কছি না পাও তাহলে এগুলো ধুয়ে নিয়ে এগুলোতে খেয়ো।”

এগুলোতে খাওয়ার ব্যাপারে নষিধে করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা এতে মদ, শূকরের গোশত এবং অনুরূপ কছি এগুলোতে রাখত।

কিন্তু এই বিষয়ে দ্বিতীয় মত হলো মদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বস্তুগত নাপাক নয়। এই মতের পক্ষে দলীল প্রদান করা হয়েছে যে, যে কোনো বস্তুর মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা। কোনো বস্তু হারাম হলেই স্টেট নাপাক হয়ে যায় না। নঃসন্দেহে বসি হারাম। কিন্তু এটি নাপাক নয়। তারা আরও বলেন: শরী মূলনীতি হচ্ছে: প্রত্যকে নাপাক হারাম; কিন্তু সকল হারাম নাপাক নয়। সুতরাং মদ হারাম হলেও নাপাক নয়, যতক্ষণ না এটি নাপাক হওয়ার পক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা আরও দলিল দিয়েছেন যে, মদ হারাম ঘোষণা করার পর মুসলিমরা বাজারে মদ ঢেলে ফেলে দেয়; কিন্তু পাত্রগুলো তারা ধৌত করেনি। বাজারে মদ ফেলে দেওয়া প্রমাণ করে যে মদ নাপাক নয়। কারণ কোন ব্যক্তির জন্য মুসলিমদের বাজারে নাপাকি ঢালা জায়েয নহে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের কারণেও। তিনি বলছিলেন: “তোমরা দুটি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাকবে।” সাহাবীরা বলল: ‘হে আল্লাহর রাসূল, সেই দুটি কী?’ তিনি বললেন: “মানুষের যাতায়াতের পথে অথবা (বশিরাম নেওয়ার) ছায়া বশিষ্ট স্থানে পশোব-পায়খানা করা।” অধিকন্তু তারা এই পাত্রগুলো ধৌত করেনি। যদি নাপাক হত, তাহলে পাত্রগুলো ধৌত করা আবশ্যিক হত। এই মতের পক্ষে সহি মুসলিমের হাদীস দিয়েও প্রমাণ দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মশক মদ উপহার দিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানালেন: মদকে হারাম করা হয়েছে?’ তখন একজন সাহাবী মশকওয়ালার সাথে চুপচুপে কছি বলল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: ‘তুমি চুপচুপে তাকে কী বললে?’ সে বলল: আমি তাকে বলছি: তুমি এটি বক্রি করো দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্রি করতেন নষিধে করলেন এবং বললেন: “আল্লাহ যখন কোনো কছি হারাম করেন তখন এর মূল্যও হারাম করেন।” হাদীসটি এভাবে কথি্বা এর কাছাকাছি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। এরপর লোকটি মশকের মুখ খুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মদ ফেলে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মশক ধোয়ার নরিদশে দেননি। যদি মদ নাপাক হত, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দতিনে যে মশকটি নাপাক এবং তাকে স্টেট ধোয়ার নরিদশে দতিনে।

আর মদকে বস্তুগতভাবে নাপাক গণ্যকারী ব্যক্তরি যে আয়াতটি দিয়ে দলিল দেন: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নরিণয়ের তীর এগুলো رِجْسٌ (নাপাক), শয়তানী কাজ।” এখানে আল্লাহ 'নাপক' কে কর্ম বলে বশিষেতি করে উল্লেখ করেছেন যে, এটি 'কর্মগত নাপাক'। আয়াতে বলেছেন: “এগুলো رِجْسٌ (নাপাক), শয়তানী কাজ।” তিনি এটাকে বস্তুগত নাপাক গণ্য করেননি। এর প্রমাণ হলো জুয়া, মূর্তিও ভাগ্য নরিণয়ের তীর নাপাক বস্তু নয়। এই বস্তুগুলো নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উদ্ধৃত বধিয়ে এবং মদ নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উদ্ধৃত বধিয়ে অভিন্ন বধিয়ে। তাই কোনোভাবে অভিন্ন বধিয়ে দিয়ে দুটো উদ্দেশ্যের ক্ষত্রে ভিন্ন দুটো অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়; যতক্ষণ না ভিন্ন কোনো দলীল ভিন্ন কোন অর্থ



নরিদষ্টি না করে।

আর আবু সা'লাবা আল-খুশানীর হাদীসে কাফরেদের পাত্র নাপাক হওয়ার কারণে ধৌত করার আদেশে দয়া হয়নি। বরং এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে যে ধৌত করার নরিদশে দেওয়া হয়েছে যাতে করে কাফরেদের পাত্র ব্যবহার থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ও দূরে থাকা সম্ভব হয়। কারণ তাদের পাত্র ব্যবহার করা তাদের সংস্পর্শে আসা ও তাদের কাছাকাছি আসার দিকে ধাবতি করবে। আর এটা জ্ঞাত বিষয় যে সম্ভাবনা দিয়ে নাপাকি সাব্যস্ত করা যায় না।

যাইহোক, এটি হচ্ছে অ্যালকোহল সম্পর্কে এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম অংশ। যেহেতু প্রমাণিত হলো যে মদ বস্তুগতভাবে নাপাক নয়, সেহেতু অ্যালকোহলও বস্তুগতভাবে নাপাক নয়। তাই অ্যালকোহল এর পবিত্রতার উপর বহাল থাকবে।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: যদি এটি নিশ্চিত হয় যে, এই সুগন্ধিগুলিতে অ্যালকোহল আছে এবং পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে সেটি প্রভাবশালী তাহলে কি এগুলো পান করা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে? এর উত্তরে বলা হবে: আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা এ সব থেকে দূরে থাকো।” আল্লাহর এই বাণী সকল প্রকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণ। অর্থাৎ আমরা খাওয়া, পান করা, তলে হিসাবে ব্যবহার করা কিংবা অন্য সকল ক্ষেত্রে এগুলো পরহিার করব। নিঃসন্দেহে এটি বেশি নিরাপদ। কিন্তু পান করা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধোজ্ঞা নরিদষ্টি হয় না। কারণ আল্লাহ এই পরহিারের আদেশে দেওয়ার পছিনে কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: “বস্তুত শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরে মাঝে শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বরিত রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি (এসব) পরহিার করবে না?” আর এই অবস্থা পান করা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঘটবে না। সুতরাং আল্লাহভীতরি জায়গা থেকে এই সমস্ত সুগন্ধি পরহিার করা উচিত। তবে নিশ্চিতভাবে এগুলোকে হারাম বলা সম্ভব নয়।...” [সমাপ্ত][ফাতাওয়া নূরুন-আলাদদারব, শাইখের ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত]

তনি:

অন্যদিকে প্রসাধনী সামগ্রীর উপাদানরে বধিান সম্পর্কে জানতে [20226](#) ও [26799](#) নং প্রশ্নরে উত্তর দেখুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।